যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ হল ধসে যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

সাইয়েদা আক্তার

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর বিকালে নিউ মার্কেট থেকে ছোট বোন সুপ্রিয়ার জন্য স্যান্ডেল কিনেছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র তুষার। সামনে পরীক্ষা। সে কারণে পূজায় বাড়িতে যেতে পারবে না। তাই ছোট বোনের জন্য কেনা জুতা জোড়া স্থান পায় তুষারের খাটের নিচে। সে রাতে জগন্নাথ হলের পরিত্যক্ত টিভি রুমের ছাদ ধসে আরো ৩৮ জন দুর্ভাগার সঙ্গে নিহত হয় তুষার।

দুর্ঘটনার পর নিহত তুষারের ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিতে আসে তার বাবা ও ছোট বোন। দুর্ঘটনা কবলিত জগন্নাথ হলের খাটের নিচ থেকে পাওয়া নতুন জুতা জোড়া বুকে চেপে কেঁদে ওঠে স্নেহের বোন সুপ্রিয়া। ২১ বছর ধরে এখনো কেঁদে চলেছে সে বোনটি। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে এ কথা জানিয়েছেন অক্টোবর ট্র্যাজেডিতে নিহত তুষার কান্তি দাসের সে ছোট বোন ঢাবির অ্যাকাউন্টস অফিসার সুপ্রিয়া দাস।

সে ট্র্যাজেডির ২১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত অক্টোবরে। তবে এখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটির আরো কয়েক হলে জীর্ণ ভবন রয়েছে বেশ ক'টি। এসব ভবন ধসে যে কোনো মুহূর্তে আরো ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হতে পারে।

২০০৬ সালের ৬ আগস্ট রাতে ১০ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে ভয়ঙ্করভাবে দুলে ওঠে জগন্নাথ হলের ইস্ট বিল্ডিং। প্রাণ ভয়ে ছাত্ররা দৌড়ে নিচে নেমে আসে। প্রাণহানির আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে যায় হল প্রভোস্ট প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিকের কাছে। প্রভোস্ট ছাত্রদের নিয়ে রাতেই দেখা করেন ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে। ভিসি আশ্বাস দেন এক মাসের মধ্যে পুরনো ভবন সংস্কার এবং একটি নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। কিন্তু এরপর আট মাস অতিক্রান্ত হলেও জগন্নাথ

পৃ২২ ক৪

ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ হল ধসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হলের ভবন সংস্কার কিংবা নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ জানান, জগন্নাথ হলের কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যেই শুরু করা হবে। অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি 'সংস্কার তো হচ্ছে' বলে মন্তব্য করেন।

জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, বললেই তো কাল থেকে কাজ শুরু করা যায় না। সরকার টাকা-পয়সা দিলে, ডিজাইন-প্ল্যান পাস হওয়ার পর কাজ শুরু হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জগন্নাথ হলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য এখনো পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে কোনো প্ল্যান জমা পড়েনি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আমীর হোসেন জানান, আগে ডিজাইন জমা পড়বে, সেটা পাস হবে, তারপর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

অন্যদিকে জগন্নাথ হলের মতো যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আশঙ্কা করছে সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হল, ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলের ছাত্ররা। কয়েক মাস আগে সিলিং থেকে প্লাস্টার খসে আহত হয় সূর্যসেন হলের চার তলার দু'ছাত্র। এর আগে একই ঘটনা ঘটে শামসুন্নাহার হলের অনার্স বিল্ডিংয়ে। বৃষ্টি হলেই ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে এসএম হলের অধিকাংশ রুমে।

এছাড়া ফজলুল হক হলের পুরনো ভবনের নিচ তলার পাঁচটি রুমকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করে এরই মধ্যে সিল করে দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, ইউনিভার্সিটির সব পুরনো হলই বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। তুলনামূলকভাবে নতুন হলগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। বেশির ভাগ নতুন হলেরই দেয়াল, সিলিং, সিঁড়ির প্লাস্টার ফেটে গেছে। ২০০০ সালে নির্মিত ফজিলাতুন্নেসা হলের বেশির ভাগ সিঁড়ির প্লাস্টার ফেটে গেছে।